কলকাতা হাই কোর্টে

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ার

আপীল সাইড

বর্তমান: মাননীয় বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক

২০২০ সালের এফএমএ ৩৪২

২০১৮ সালের ক্যান ১ (পুরাতন নম্বর: ২০১৮ সালের ক্যান ৩৭৪৮)

২০১৯ সালের ক্যান ২ (পুরানো নম্বর: ২০১৯ সালের ক্যান ৩২৫৪)

২০২১ সালের ক্যান ৩ ২০২১ সালের ক্যান ৪ ২০২২ সালের ক্যান ৫

ইউনিভার্সাল সোম্পো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

বনাম

বন্দনা দেবী ও অন্যরা

সঙ্গে

২০১৯ সালের কট ১

বন্দনা দেবী ও অন্যরা

বনাম

ইউনিভার্সাল সোম্পো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্য

আবেদনকারীর জন্য- বীমা কোম্পানি : শ্রী রাজেশ সিং, আইনজীবী

উত্তরদাতা নং ২-এর জন্য : শ্রী কৃশানু বণিক, আইনজীবী

উত্তরদাতা নং ১, ৩ এবং ৪-এর জন্য : শ্রী প্রবাল কুমার মুখার্জি, সিনিয়র আইনজীবী
শ্রী অর্ণব মুখার্জি, আইনজীবী

শোনা হয়েছে : ১১.০১.২০২৩, ০৯.০২.২০২৩, ২৪.০৩.২০২৩, ০৩.০৪.২০২৩

রায় : ২১.১২.২০২৩

<u>বিচারপতি, বিভাস পট্টনায়ক</u> :-

১) এই আপিলটি ৯ই এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা হয়েছে যা বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারক-কাম-বিচারক, মোটর দুর্ঘটনার দাবি ট্রাইব্যুনাল, ৩য় আদালত, হাওড়া দ্বারা ২০১৫ সালের ৩৫৯ নম্বর এমএসি মামলায় পাস করা হয়েছে, মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৬৬ এর অধীনে দাবিদারদের অনুকূলে প্রতি বছর @ ৭.৫% সুদের সাথে ৯১,৭৪,৯৫০/- টাকা মঞ্জুর করে।

২) মামলার সংক্ষিপ্ত তথ্য হল যে ২৩শে নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রায় ১৮:৩০ ঘটিকার সময় ভিকটিম একটি মোটরসাইকেলে করে দিল্লি রোডের চাকুন্দি মোড়ে পৌঁছায় সেই সময়ে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ডবলুবি - ০৪এফ / ২২৭১ (মারুতি ট্যাক্সি) বহনকারী দোষী গাড়িটি একটি তাড়াহুড়ো এবং অবহেলার সাথে হঠাৎ পীড়িতকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয়, যার ফলস্বরূপ পীড়িতটি মারাত্মক জখম হয় যা পীড়িতের মৃত্যুর কারণ হয়। পীড়িতের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে দাবিদাররা বিধবা, মা, নাবালিকা মেয়ে ও নাবালক ছেলের জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করেন, মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৬৬ এর অধীনে সুদ সহ ৯৮,০০,০০০/-টাকা।

৩) তাদের মামলা প্রতিষ্ঠার জন্য, দাবিকারীরা মৃতের বিধবা স্ত্রী-সহ চারজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন এবং নথিপত্র তৈরি করেছেন যা যথাক্রমে ১ থেকে ২৫টি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

৪) আপীলকারী - বীমা কোম্পানী একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যও যোগ করেছে এবং নথিপত্র তৈরি করেছে যা যথাক্রমে এ থেকে সি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫) উত্তরদাতা নং ৫ - দোষী গাড়ির মালিক নোটিশ সত্ত্বেও দাবির আবেদনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এবং তার বিরুদ্ধে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২৭শে জুন, ২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উল্লিখিত উত্তরদাতার উপর আপিলের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

৬) রেকর্ডে থাকা উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে যোগ করা প্রমাণ বিবেচনা করে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ এর ধারা ১৬৬ এর অধীনে দাবিদারদের পক্ষে প্রতি বছর @ ৭.৫% সুদ সহ ৯১,৭৪,৯৫০/- টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করেছে।

৭) বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অপ্রীতিকর রায় এবং আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হওয়ায় বীমা কোম্পানি বর্তমান আপিলটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

৮) উত্তরদাতারা - দাবিদাররাও ২০১৯ সালের এম.এ.সি.টি. ১ হিসাবে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অপ্রকৃত রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিরোধ আপত্তি দাখিল করেছেন। এই ধরনের বিরোধ আপত্তি ০২.০১.২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়েছে, যা ২০.১২.২০১৮ তারিখে তাদের উপস্থিতির এক মাসের মধ্যে।

৯) আপীল এবং বিরোধ আপত্তি উভয়ই বিবেচনা ও নিষ্পত্তির জন্য একসাথে নেওয়া হয়।

১০) শ্রী রাজেশ সিং, আপীলকারী- বীমা কোম্পানীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে মৃত ব্যক্তির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে, দাবিদাররা আর্থিক ক্ষতি বা নির্ভরশীলতার কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হননি এবং সেই অনুযায়ী, সম্পূর্ণ বা মোট আয়ের ক্ষতির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অযাচিত ছিল। মৃতের ভাই বিনোদ পান্ডে পি.ডব্লিউ.৩-এর প্রমাণ উল্লেখ করে তিনি দাখিল করেন যে রেজিস্ট্রেশন নং ডবলুবি - ২৩বি/৪৪০১ বহনকারী ট্রাক যা মৃত ব্যক্তির ছিল, পি.ডবলু.৩, যথা, 'আমান রোডওয়েজ' এর পরিবহন কোম্পানির অধীনে চলত এবং তার জিজ্ঞাসাবাদে পি.ডবলু.৩ স্বীকার করেছে যে তার মৃত ভাই প্রতি মাসে ৪৫,০০০/- টাকা আয় করতেন উল্লিখিত ট্রাক চালানো থেকে এবং তার মৃত্যুর পরে মৃতের বিধবা এবং মা উল্লিখিত ট্রাক চালানো থেকে একই পরিমাণ অর্থ পাচ্ছেন এবং তাই দাবিদারদের কোন আর্থিক ক্ষতি নেই।

আরও সেই প্রমাণ পি.ডবলু.৩ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও দাবিদারদের পারিবারিক আয়ে কোন পার্থক্য ছিল না এবং তাই নির্ভরশীলতার কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু ভুক্তভোগীর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পর, মৃতের বিধবা তার মৃত স্বামীর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দাবিদাররা উক্ত ব্যবসার আয়ের সুবিধাভোগী হওয়ায় দাবিদারদের আর্থিক ক্ষতির কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং তাই, দাবিদাররা সম্পূর্ণ নির্ভরতার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এই ভিত্তিতে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা করা ক্ষতিপূরণের মূল্যায়ন ভুল এবং ভ্রান্ত। সর্বোত্তমভাবে নির্ভরশীলতার ক্ষতি হতে পারে পরিচালনার ক্ষমতা বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির তার উল্লিখিত গাড়ি চালানোর দক্ষতা হ্রাসের কারণে এবং বিচক্ষণতার নিয়ম হিসাবে একজন ব্যক্তির পরিচালনার দক্ষতা মোট আয়ের ১০% থেকে ১৫% এর মধ্যে থাকা উচিত। তার বিরোধের সমর্থনে, তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন:

i) হরিয়ানা রাজ্য ও অন্যরা বনাম জসবীর কৌর এবং অন্যরা।[১]

ii) রানী গুপ্তা ও অন্যরা বনাম ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যরা।[২]

iii) নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম যোগেশ দেবী এবং অন্যরা।[৩]

iv) ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম বীরেন্দর এবং অন্যরা।[৪]

v) সুষমা এইচআর এবং আনআর বনাম দীপক কুমার ঝা এবং অন্যরা।[৫]

১) (২০০৩) ৭ এসসিসি ৪৮৪

২) (২০০৯) ১৩ এসসিসি ৪৯৮

৩) (২০১২) ৩ এসসিসি ৬১৩

৪) (২০২০) ১১ এসসিসি ৩৫৬

৫) মানু /স্কোর / ৯৯৩৭৩ / ২০২২

vi) কে. রাম্যা এবং অন্যান্য বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্য

শ্রী অভিজিৎ সরকার বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্য[৭] এবং ফিউচার জেনারেল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম সৌমিতা রায় এবং অন্য[৮] তে পাস করা এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর আরও নির্ভর করে, তিনি দাখিল করেছেন যে ভবিষ্যতে নির্ভরতা বা নির্ভরতা হারানোর প্রমাণের অভাবে, দাবিদারদের এই ধরনের কোন অর্থ প্রদান করা যেত না।

তিনি আরও দাখিল করেছেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির বার্ষিক আয়ের উপর দাবিদারদের ভবিষ্যত সম্ভাবনা প্রদানে ভুল করেছে যে মৃত ব্যক্তির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে দাবিদারদের কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি। অধিকন্তু, যেহেতু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য আয়ের সাথে সম্পর্কিত, তাই ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া ভবিষ্যতের সুদের মাধ্যমে দাবিকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু ভবিষ্যৎ এখনও ঘটতে বাকি, তাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপর সুদ থাকতে পারে না কারণ ভবিষ্যতে দেওয়া আয়ের সাথে একই সম্পর্ক রয়েছে। তার বিরোধকে শক্ত করার জন্য, তিনি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আরডি হাতঙ্গাদি বনাম পেস্ট কন্ট্রোল (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যরা[৯] তে প্রদান করা এবং গৌহাটির হাইকোর্টের আরেকটি সিদ্ধান্ত ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম চম্পাবতী রায় এবং অন্যরা[১০]-এ প্রদান করা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

৬) ২০২২ এসসিসি অনলাইন এসসি ১৩৩৮

৭) এফ.এম.এ. ২০০২ এর নং ৩৯৮ (কলকাতা হাইকোর্ট)

৮) ২০১৭-এর এফএমএটি ৪১৯ (কলকাতা হাইকোর্ট)

৯) (১৯৯৫) ১ এসসিসি ৫৫১

১০) মানু / জিএইচ / ০৭৩০ / ২০১৯

অধিকন্তু, তিনি দাখিল করেছেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রতি বছর @ ৭.৫% প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের সুদ অত্যধিক এবং ব্যাঙ্কিং সুদের প্রচলিত হারের কথা মাথায় রেখে তা হ্রাস করা দরকার। তার উল্লিখিত দাখিলের আলোকে, তিনি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অসম্পূর্ণ রায় এবং রায়কে খারিজ করার এবং/অথবা সংশোধন করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

১১) শ্রী প্রবাল কুমার মুখার্জি, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী উত্তরদাতা নং. ১, ৩ এবং ৪-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে, জবাবে দাখিল করেছেন যে আপীলকারী-বীমা কোম্পানীর বিরোধের মূল অংশ পিডবলু-৩-এর প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত যিনি দাবি করে যে দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে, বিধবা এবং মা মৃত ব্যক্তি যে পরিমাণ উপার্জন করতেন তা পাচ্ছেন এবং উপার্জনের কোনো ক্ষতি না হওয়ায় দাবিদাররা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নন। যাইহোক, পিডবলু-৩-এর একমাত্র সাক্ষ্য এই ধরনের ভিত্তিতে দাবীদারদের ক্ষতিপূরণ প্রত্যাখ্যান করার একটি ভিত্তি হতে পারে না যেহেতু ট্রাকের মালিকানা হস্তান্তরিত এবং মৃত ব্যক্তির বিধবার নামে নিবন্ধিত হয়েছে এই সত্যকে শক্তিশালী করার জন্য সাক্ষীর পক্ষেও কোনো উপযুক্ত দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি বা প্রাপ্তির কোনো স্বীকৃতি বা এই ধরনের মাসিক অর্থ পরিশোধের কোনো প্রমাণ হাজির করেননি যা মৃতের বিধবা ও মাকে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। বিপরীতে কর অডিট প্রতিবেদন এবং সাক্ষী পি.ডবলু.৩ এর অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টে মৃতের বিধবা এবং মাকে করা অর্থ প্রদানের দাবির সমর্থনে এন্ট্রির অভাব রয়েছে। তদনুসারে, সুনির্দিষ্ট প্রামাণ্য প্রমাণের অভাবে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল বিধবা এবং মৃতের মাকে দেওয়া অর্থ প্রদানের দাবির ক্ষেত্রে পি.ডবলু.৩-এর মৌখিক সাক্ষ্যকে যথাযথভাবে উপেক্ষা করেছে। কে. রম্য (সুপ্রা)-তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অনুচ্ছেদ নং ১৭ উল্লেখ করে

তিনি দাখিল করেন যে, মাননীয় আদালত আদেশ করেছেন যে ঘটনা হল যে এই ব্যবসার উদ্যোগে মৃত ব্যক্তির মালিকানার অংশ মৃত ব্যক্তির নাবালক সন্তানদের কাছে তার মৃত্যুর ঠিক আগে বা তার মৃত্যুর পরে নির্ভরশীলদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট ন্যায্যতা নয় যে এই ব্যবসার সুবিধাগুলি তার নির্ভরশীলদের কাছে জমা হতে থাকে। এইভাবে, ক্ষতিপূরণের মূল্যায়নের জন্য মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ব্যবসা থেকে দাবিকারীরা যদি আদৌ প্রাপ্ত হন তবে পরিমাণের কোনো কর্তন করা যাবে না। তার উপরোক্ত দাখিলের আলোকে, তিনি প্রার্থনা করেন যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অপ্রকৃত রায় এবং আদেশ নিশ্চিত করা হোক।

১২) শ্রী কৃশানু বণিক, উত্তরদাতা নং ২-এর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে আইনটি আর সংহত নয় যে মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারীরা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে পারে এবং এই ধরনের ক্ষতিপূরণ আইনি প্রতিনিধির পক্ষেও মঞ্জুর করা যেতে পারে, এমনকি যদি নির্ভরশীলতার কোন ক্ষতি না হয়। অতএব, বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে যুক্তিটি অগ্রসর হয় যে যেহেতু নির্ভরশীলতার কোনো ক্ষতি নেই, তাই দাবিদাররা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নন, যোগ্যতার অভাব। তার বিরোধের সমর্থনে, তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন:

i) মঞ্জুরি বেরা বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্য[১১]

ii) সেন্ট গ্যাব্রিয়েলর মন্টফোর্ড ব্রাদার্স ও অন্য বনাম ইউনাইটেড ইন্ডিয়া বীমা এবং অন্য[১২]

১১) (২০০৭) ১০ এসসিসি ৬৪৩

১২) (২০১৪) ১ টি.এ.সি. ৯৭০ (এস.সি.)

iii) শ্রী দেবাংশু গুহ রায় ও অন্য বনাম জাতীয় বীমা কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যরা[১৩]

iv) ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম বীরেন্দর এবং অন্যরা[১৪]

তিনি আরও দাবী করেন যে, তর্কের খাতিরে যদি মনে করা হয় যে, নিহত-ভুক্তভোগীর পরিবহন ব্যবসা দাবিদাররা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা এ ধরনের ব্যবসার সুবিধা পাচ্ছেন, এমন ঘটনাতেও, নির্ভরতা হারানোর বিপরীতে প্রাপ্ত পরিমাণের কোনো কর্তন করা যাবে না। তার বিরোধকে শক্ত করার জন্য, তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন:

i) শর্মিলা সিং ও অন্যরা বনাম শ্রী রবীন ঘোষ ও অন্যরা[১৫]

ii) মধুমিতা সরকার ও অন্যরা বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যরা[১৬]

iii) নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম মধুমিতা ব্যানার্জি ও অন্যরা[১৭]

অধিকন্তু, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সাধারণ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৭০,০০০/- টাকা দিতে ব্যর্থ হয়েছে পরিবর্তে শুধুমাত্র ১০,০০০/- টাকা প্রতিটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয় এবং কনসোর্টিয়ামের ক্ষতির জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

তার উপরোক্ত দাখিলের আলোকে, তিনি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

১৩) নিজ নিজ পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য পড়ে গেছে:

১৩) ২০০৪ সালের এফ.এম.এ নং ৬৩৫

১৪) (২০২০) ১১ এসসিসি ৩৫৬

১৫) ২০০৮ (৩) ডবলুএলআর ৮৫১ (এইচসি)

১৬) (২০১০) ১ ডবলুএলআর (ক্যাল) ৫৩১

১৭) ২০১৯ সালের এফএমএটি ৩৩৩ (কলকাতায় হাইকোর্ট)

প্রথমত, যদি দাবিকারীরা পীড়িতের মালিকানাধীন নিজের গাড়ি থেকে একই পরিমাণ আয় পাচ্ছেন কি না, এটি অনুমান করা হবে যে পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যুর উপর কোন আর্থিক ক্ষতি এবং/অথবা নির্ভরতা হ্রাস নেই।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রদানে ভুল করেছে কিনা।

তৃতীয়ত, দাবিদাররা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ওপর সুদের অধিকারী কিনা।

চতুর্থত, দাবিদাররা ৭০,০০০/- টাকার সাধারণ ক্ষতির অধিকারী কিনা।

পঞ্চমত, গুণক ১৭ এর পরিবর্তে ১৬ হওয়া উচিত কিনা তা বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত।

এবং সবশেষে, ক্ষতিপূরণের সুদ বার্ষিক ৭.৫% থেকে কমানো হবে কিনা।

ইস্যু নং ১: ঘটনার ক্ষেত্রে দাবিকারীরা পীড়িতের মালিকানাধীন একই গাড়ি থেকে একই পরিমাণ আয় পাচ্ছেন কিনা, মনে করা হবে যে পীড়িতের মৃত্যুর উপর কোনো আর্থিক ক্ষতি এবং/অথবা নির্ভরতার ক্ষতি নেই।

১৪) পূর্বোক্ত প্রথম ইস্যু সম্পর্কে, বীমা কোম্পানীর লিখিত বিবৃতিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বিনোদ পান্ডের (পি ডবলু ৩), মৃতের ভাই 'আমন রোডওয়েজ' নামে পরিবহণ ব্যবসায় মৃতের রেখে যাওয়া গাড়ি চালিয়ে প্রতি মাসে বিধবা ও নিহতের মা প্রতি মাসে ৪৫,০০০/- টাকা পাচ্ছেন বলে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হয়নি, তাই দাবিদাররা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়। শ্রী সিং, পি.ডব্লিউ.৩ বিনোদ পান্ডের বিরোধ পরীক্ষায় আপীলকারী-বীমা কোম্পানির ব্যাঙ্কিংয়ের জন্য বিজ্ঞ উকিল, ইঙ্গিত দিয়েছেন যে

সাক্ষী জেরা-পরীক্ষায় একটি স্পষ্ট বিবৃতি দিয়েছেন যে বিধবা এবং মা প্রতি মাসে ৪৫,০০০/- টাকা আয় করছেন যা মৃত পঙ্কজ পান্ডে নিজে একই গাড়ি চালিয়ে উপার্জন করতেন এবং যেমন নির্ভরতা/আর্জনের কোন ক্ষতি নেই এবং নির্ভরতা হারানো সর্বোত্তমভাবে মৃত ব্যক্তির ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার প্রতি এই ধরনের আয়ের ১০% থেকে ১৫% হতে পারে।

১৪.১) এই পর্যায়ে, হেলেন সি. রেবেলো (মিসেস) এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এবং অন্য[১৮]-এ গৃহীত মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে যেখানে প্রশ্ন ছিল মোটর যানবাহন আইনের অর্থের মধ্যে ন্যায্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বিচার করার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল মৃত ব্যক্তির জীবন বীমার পরিপক্কতার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কেটে নেওয়ার ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা? এই ধরনের প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করার সময়, মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"৩২. যতদূর সাধারণ আইনের অধীনে ক্ষয়ক্ষতি অনুমান করার সাধারণ নীতিটি উদ্বিগ্ন, এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে আর্থিক ক্ষতি শুধুমাত্র একদিকে ভারসাম্য বজায় রেখে নিশ্চিত করা যেতে পারে, ভবিষ্যতের আর্থিক সুবিধার দাবিদারের ক্ষতি যা যে তার জমা হবে কিন্তু মৃত্যুর জন্য "আর্থিক সুবিধা" যা মৃত্যুর কারণ দ্বারা তার কাছে যেকোন উৎস থেকে আসে। অন্য কথায়, এটি মৃত্যুর কারণে দাবিদারের ক্ষতি এবং লাভের ভারসাম্য। তবে এটির রঙ পরিবর্তন করতে হবে যে পরিমাণ একটি আইন করতে চায়। সুতরাং, মোটরযান আইন, ১৯৩৯ এর বিধানের আলোকে এটিকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এটা খুবই স্পষ্ট যে এটা খুবই স্পষ্ট যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই আইন দাবিদারকে শুধুমাত্র দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, অন্য কোনো মৃত্যুর কারণে নয়।

১৮) (১৯৯৯) ১ এসসিসি ৯০

এইভাবে, এই আইনের অধীনে অর্জিত আর্থিক সুবিধার ব্যাখ্যা করতে হবে, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। মোটরযান আইনের অধীনে প্রদেয় ক্ষতিপূরণটি দুর্ঘটনাজনিত আঘাত বা মৃত্যুর কারণে দাবিদারের আর্থিক ক্ষতির কারণে এবং অন্য কোনো ধরনের মৃত্যুর কারণে নয়। যদি স্বাভাবিক মৃত্যু বা আত্মহত্যা, গুরুতর অসুস্থতা, এমনকি দুর্ঘটনায় মৃত্যু, ট্রেন, এয়ার ফ্লাইটে মোটরযান জড়িত না থাকলে তা মোটরযান আইনের আওতায় আসবে না। সুতরাং, এই আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের গণনার জন্য ক্ষতি এবং লাভের সাধারণ আইনের অধীনে সাধারণ নীতির প্রয়োগ অবশ্যই এই ধরণের আঘাত বা মৃত্যুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে, যেমন, আকস্মিক। যদি এই আইনের অধীনে যেকোন প্রকারের মৃত্যুকে বোঝানোর জন্য যেকোন উৎস থেকে "আর্থিক সুবিধা" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে এটি দাবিদারকে প্রদত্ত সম্ভাব্য সমস্ত সুবিধাগুলিকে কমিয়ে দেবে এবং আইনের চেতনার পরিপন্থী হবে। যদি মৃত্যুর ফলে প্রাপ্ত "আর্থিক সুবিধা" মানে সকল প্রকার মৃত্যুর অধীনে আসা আর্থিক সুবিধা তাহলে এতে সমস্ত অস্থাবর, অস্থাবর, শেয়ার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, নগদ এবং নগদ এবং যে কোনও চুক্তির অধীনে প্রাপ্য সমস্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অন্য কথায়, মৃত ব্যক্তির উইল সহ সমস্ত উত্তরাধিকারী সম্পদ ইত্যাদি। এটি মৃত ব্যক্তির দ্বারা দাবিদারকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সম্ভাব্য সমস্ত প্রদান এবং আইনসভার অভিপ্রায় উভয়ই ধ্বংস করবে। এই ধরনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে, নির্যাতনকারী তার অন্যায় কাজ বা অবহেলা সত্ত্বেও, যা মৃত্যুতে অবদান রাখে, অনেক ক্ষেত্রে তার কোন দায়বদ্ধতা বা সামান্য দায় থাকবে না। আমাদের বিবেচিত মতামত অনুসারে, ক্ষতি এবং লাভের সাধারণ নীতিটি এই আইনের রঙ নেয়, যেমন, লাভকে ব্যাখ্যা করতে হবে যা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ফলে এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে ক্ষতি। সুতরাং, বর্তমান আইনের অধীনে, দাবিদার যে কোনও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হোক না কেন, যে কোনও উত্স থেকে, তার অর্থ কেবল দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে দাবিদারের কাছে আসে এবং মৃত্যুর অন্যান্য রূপ নয়।

ধারা ১১০ এর অধীনে মোটর দুর্ঘটনার দাবি ট্রাইব্যুনালের গঠনটি হল, যেমনটি ধারাটি বলে:

"... মৃত্যু বা শারীরিক আঘাত জড়িত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবির উপর বিচার করার উদ্দেশ্যে, ..."

৩৩) সুতরাং, এটি অন্তর্ভুক্ত করবে না যে দাবিদার অন্যান্য ধরণের মৃত্যুর কারণে যা পান, যা তিনি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ছাড়াও পেয়েছিলেন। সুতরাং, এই ধরনের আর্থিক সুবিধার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না যার জন্য ক্ষতিপূরণ গণনা করা হয়। শুধুমাত্র দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণেই প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোন পরিমাণই নয় বরং দাবিদারের কাছে যা অন্যথায়ও আসত, তাকে "আর্থিক সুবিধা" বলে বোঝানো যাবে না, কর্তনের জন্য দায়ী। যাইহোক, যেখানে নিয়োগকর্তা তার কর্মচারীকে বীমা করেন, দুর্ঘটনার কারণে আঘাত বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে, এই ধরনের ঘটনা ঘটলে এই ধরনের বীমা থেকে প্রাপ্ত যে কোনও পরিমাণ কর্তনের জন্য দায়ী হতে পারে। যাইহোক, আমাদের আইনসভা ধারা ৯৫ এর বিধানের মাধ্যমে এই ধরনের অপ্রয়োজনীয়তার কথা নোট করেছে। এর অধীনে বীমাকারীর দায় বর্জন করা হয়েছে আঘাত বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে, একজন কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ফলে এবং তার সময়ে উদ্ভূত।

৩৪) এটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে একই ঘটনা ঘটার জন্য দাবিদার দুটি উত্স থেকে দুবার লাভ করতে পারে না। এটি, এইভাবে বাদ দেওয়া হয়, আইনসভার জ্ঞানের মাধ্যমে বা কর্তনের মাধ্যমে ক্ষতি এবং লাভের নীতির মাধ্যমে একই লেনদেন থেকে দুবার উদ্ভূত দাবিদারকে লাভ না দেওয়ার জন্য, যেমন, একই দুর্ঘটনা। এখানে উভয় সূত্রে লিপিবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ, যেমন, হয় মোটর যান আইনের অধীনে বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে,

দাবিদারের দ্বারা প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ হয় সংবিধিবদ্ধ বা নিয়োগকর্তার নিরাপত্তার মাধ্যমে তার কর্মচারীর জন্য সুরক্ষিত কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তার অবদান ছাড়াই অর্থ পান৷ এইভাবে কীভাবে একজনের শ্রম বা অবদান থেকে অর্জিত একটি অর্থ নিজের জন্য বা তার পরিবারের জন্য হয় যা এই ধরনের ব্যক্তি জানেন যে আইন অনুসারে তাকে তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে বা উইলের অধীনে তার উত্তরাধিকারীদের কাছে যেতে হবে শুধুমাত্র একজনের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে "আর্থিক লাভ" বলা যেতে পারে। এটি অবশ্যই একটি আর্থিক লাভ কিন্তু মোটর যান আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্ত পরিমাণের মধ্যে এটি কীভাবে ন্যায়সঙ্গত বা ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে। দুটি রাশির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি দূর থেকেও নয়। কিভাবে একটি চুক্তির ক্ষতি এবং লাভের পরিমাণ অন্য চুক্তির ক্ষতি এবং লাভের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। একইভাবে, কীভাবে একটি সংবিধির অধীনে প্রাপ্য পরিমাণের সাথে একজন ব্যক্তির অর্জিত অর্থের কোনো সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষতি এবং লাভের নীতি একই গোলকের মধ্যে একই সমতলে হতে হবে, অবশ্যই, চুক্তির বিপরীতে বা আইনের কোনো বিধান সাপেক্ষে।

৩৫) বিস্তৃতভাবে, আমরা ভবিষ্যত তহবিলের রসিদ পরীক্ষা করতে পারি যা একজন কর্মচারী তার চাকরির মেয়াদকালে যে অবদান রেখেছেন তার থেকে একটি বিলম্বিত অর্থপ্রদান। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু নির্বিশেষে এই ধরনের কর্মচারী বা তার উত্তরাধিকারীরা এই পরিমাণ পাওয়ার অধিকারী। এই পরিমাণ সুরক্ষিত, প্রাপ্তি নিশ্চিত, যদিও মোটরযান আইনের অধীনে পরিমাণ অনিশ্চিত এবং শুধুমাত্র ঘটনা ঘটার উপর প্রাপ্য, যেমন, দুর্ঘটনা, যা ঘটতে পারে না। একইভাবে, পারিবারিক পেনশনও একজন কর্মচারী তার পরিবারের সুবিধার জন্য তার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রাপ্য পরিষেবার শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে চাকরিতে তার অবদানের আকারে অর্জিত হয়। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ছাড়া উত্তরাধিকারীরা পারিবারিক পেনশন পান। উভয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

একইভাবে, জীবন বীমা পলিসি বীমাকারীর সাথে চুক্তির কারণে বীমাকৃত ব্যক্তি বা বীমাকৃতের উত্তরাধিকারী দ্বারা গৃহীত হয়, যার জন্য বীমাকৃত ব্যক্তি প্রিমিয়াম আকারে অবদান রাখে। এমনকি বীমাকৃত ব্যক্তি দ্বারা এটি গ্রহণযোগ্য থাকেন তাহলেও বীমাকৃত ব্যক্তি এটি গ্রহণযোগ্য। এমনকি বীমাকৃত ব্যক্তি দ্বারা এটি গ্রহণযোগ্য যদি তিনি সমস্ত প্রিমিয়াম পরিশোধ করার পর পরিপক্কতা পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। মৃত্যুর ক্ষেত্রে, বীমাকারী প্রিমিয়ামের জন্য চুক্তির শর্তে আবার উত্তরাধিকারীদের অর্থ প্রদানের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়। আবার, এই পরিমাণ দাবিদার কোন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে নয়, অন্যথায় বীমাকৃতের মৃত্যুর কারণে প্রাপ্য। চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যু মাত্র একটি পদক্ষেপ বা আকস্মিকতা, পরিমাণ পাওয়ার জন্য। একইভাবে যেকোন নগদ, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, শেয়ার, স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি যদিও একজনের মৃত্যুর কারণে উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা কিন্তু এই সবগুলির সাথে শুধুমাত্র দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে সংঘটিত একটি আইনের অধীনে প্রাপ্য পরিমাণের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। মোটরযান আইনের পরিধির মধ্যে কীভাবে এই পরিমাণ অর্থকে "আর্থিক সুবিধা" হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে কর্তনের জন্য দায়বদ্ধ। যখন আমরা ক্ষতি এবং লাভের নীতিটি খুঁজি, তখন এটি একটি অনুরূপ এবং একই সমতলে থাকতে হবে যার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, আন্তঃসম্পর্কিত, যার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। বীমাকৃত (মৃত) তার নিজের অর্থ প্রদান করেন যার জন্য তিনি দুর্ঘটনার কারণে তার অবহেলার জন্য “টর্টফিজারের” বিরুদ্ধে গণনাকৃত ক্ষতিপূরণের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। পূর্বোক্ত হিসাবে, আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্য পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বা মৃত্যুর জন্য কোন অবদান না রেখে, তাহলে কীভাবে বীমাকৃতের অবদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিমাণের ফল মোটর যান আইনের অধীনে প্রাপ্য পরিমাণ থেকে কেটে নেওয়া যেতে পারে। এই আইনের অধীনে তিনি কোনো অবদান ছাড়াই পান। আমরা যেমন বলেছি, মোটরযান আইনের অধীনে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ সংবিধিবদ্ধ জীবন বীমা পলিসির অধীনে প্রাপ্য পরিমাণ চুক্তিভিত্তিক।"

১৪.২) এইভাবে, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে এটি বেরিয়ে আসে যে যে কোনও নগদ, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, শেয়ার, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদি যদিও সমস্ত আর্থিক সুবিধা একজনের মৃত্যুর কারণে উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রাপ্য তবে এই সমস্তগুলির সাথে প্রাপ্য পরিমাণের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। সংবিধি শুধুমাত্র দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে প্রযোজ্য। এটি স্থাপিত প্রস্তাব থেকে উদ্ভাসিত হয় যে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর জন্য পীড়িতের কাছ থেকে দাবিদারদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো স্থায়ী সম্পদ ক্ষতির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত নয়।

১৪.৩) হেলেন সি. রেবেলো (মিসেস) (সুপ্রা)-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া পূর্বোক্ত প্রস্তাব অনুসরণ করে, শর্মিলা সিং (সুপ্রা)-এর এই আদালতটি অনুরূপ পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে:

"এইভাবে, যদি পীড়িতের জীবন বীমা পলিসির মেয়াদপূর্তিতে প্রাপ্ত পরিমাণ (দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সুবিধা ব্যতীত) বা ভবিষ্য তহবিলের পরিমাণ বা পারিবারিক পেনশনের পরিমাণ, বা স্থায়ী সম্পদ উত্তরাধিকারীদের হাতে আসে ন্যায্য ক্ষতিপূরণের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয়, ক্ষতিপূরণের ন্যায্য পরিমাণ মূল্যায়নের জন্য বিধবা মহিলার শ্রম এবং দক্ষতার ভিত্তিতে তার দ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মোটর গাড়ির উপর ভিত্তি করে তার দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা থেকে উদ্‌ভূত আয়ের কোন কারণ নেই।"

১৪.৪) আরও এই আদালত মধুমিতা সরকার (সুপ্রা)-তে একটি মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছেন যেখানে নিপীড়িতের মৃত্যুর পরে বিধবা মহিলা একটি পেট্রোল পাম্প চালাচ্ছিল, বিধবা বর্তমানে ব্যবসা চালাচ্ছেন এই ভিত্তিতে "শুধু ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ন" এক-চতুর্থাংশে নামিয়ে আনার কোন যুক্তি ছিল না যখন হেলেন সি রেবেলো (মিসেস) (সুপ্রা) এর সিদ্ধান্তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নির্দেশিত এই সত্যটি নগণ্য।

১৪.৫) জসবীর কৌর (সুপ্রা), রানী গুপ্তা (সুপ্রা), যোগেশ দেবী (সুপ্রা) এবং কে. রম্যা (সুপ্রা), মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যদিও হেলেন সি. রেবেলো (মিসেস) (সুপ্রা) এর সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেছে, তবে, হেলেন সি. রেবেলো (মিসেস) (সুপ্রা)-এ দেওয়া প্রস্তাবের যথার্থতা নিয়ে কখনও প্রশ্ন করা হয় না বা এই ধরনের প্রস্তাবের সঠিকতা বিবেচনা করার জন্য বড় বেঞ্চে পাঠানো হয় না। সুতরাং, হেলেন সি. রেবেলো (মিসেস) (সুপ্রা) এর মধ্যে স্থাপিত পূর্বোক্ত প্রস্তাবটি ক্ষেত্রটি ধরে রেখেছে এবং বাস্তব পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য।

১৪.৬) সুষমা এইচআর (সুপ্রা) তে, হেলেন সি রেবেলো (মিসেস) (সুপ্রা) তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা হয়নি।

১৪.৭) আপীলকারী- বীমা কোম্পানির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সিং, শ্রী অভিজিৎ সরকার (সুপ্রা) এবং সৌমিতা রায় (সুপ্রা) এর উপর নির্ভর করে আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে যেহেতু দাবিদারদের কোনো ভবিষ্যৎ নির্ভরতা নেই এবং তারাও কোনো আর্থিক ক্ষতি বা নির্ভরতার ক্ষতির শিকার হয়নি, তাই দাবিদাররা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী নয়। এটি লক্ষণীয় যে উদ্ধৃত সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তথ্যগুলি বেশ ভিন্ন। মঞ্জুরী বেরা (সুপ্রা) তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে নির্ভরতার কোন ক্ষতি না হলেও দাবিদার যদি তিনি আইনী প্রতিনিধি হন তবে তিনি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যার পরিমাণ প্রবাহিত দায় থেকে কম হবে না আইনের ১৪০ ধারা থেকে। একইভাবে বীরেন্দর (সুপ্রা) এ দেখা যায় যে মৃত ব্যক্তির আইনী প্রতিনিধিদের ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করার অধিকার রয়েছে এবং

ট্রাইব্যুনালের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব হবে আবেদনটি বিবেচনা না করে সংশ্লিষ্ট আইনী প্রতিনিধি মৃত ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কিনা এবং দাবীটিকে শুধুমাত্র প্রচলিত মাথার উপর সীমাবদ্ধ না রাখা।

১৪.৮) সেন্ট গ্যাব্রিয়েল (সুপ্রা) এর মন্টফোর্ড ব্রাদার্সে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের ফলাফলকে বহাল রেখেছে যে আপীলকারী সমাজ মৃত ভাইয়ের আইনী প্রতিনিধি' এবং সমাজের অনুকূলে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করেছে।

১৪.৯) আরও দেবাংশু গুহ রায় (সুপ্রা) তে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দাবির আবেদনটি খারিজ করে দেয় এই ভিত্তিতে যে দাবিদারদের কেউই পীড়িতের উপর নির্ভরশীল নয় এবং কোনও নির্ভরতার অনুপস্থিতিতে আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। মঞ্জুরী বেরা (সুপ্রা) এবং হাফিজুন বেগম বনাম মোহাম্মাদ ইকরাম হেক এবং অন্যান্য[১৯] মামলায় সিদ্ধান্তের পর বীমাকারী কর্তৃক দাবিদারদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বেঞ্চ অগ্রসর হয়।

১৪.১০) এইভাবে পূর্বোক্ত প্রস্তাব থেকে, এটা প্রকাশ পায় যে নির্ভরতা না হারলেও, আইনি প্রতিনিধিরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

১৪.১১) এই আদালতের হেলেন সি. রেবেলো (মিসেস) (সুপ্রা) এবং শর্মিলা সিং (সুপ্রা) এবং মধুমিতা সরকার (সুপ্রা) এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাব অনুসরণ করে, আমি মনে করি যে প্রতি মাসে ৪৫,০০০/- টাকার পরিমাণটি কাটার কোন যুক্তি নেই, পি. ডবলু.৩ বিনোদ পান্ডের কাছ থেকে বিধবা এবং মায়ের কাছ থেকে পাওয়া গেলে, ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া একই গাড়ি চালিয়ে। এটা নোট করা আরো প্রাসঙ্গিক যে

১৯) (২০০৭) ১০ এসসিসি ৭১৫

পি. ডবলু.৩-এর মৌখিক প্রমাণ ব্যতীত, ভুক্তভোগীর মা এবং বিধবা প্রতি মাসে ৪৫,০০০/- টাকা পাচ্ছেন এমন কোনও নথিপত্র প্রমাণ নেই যাতে দেখানো হয় যে পি. ডবলু.৩ বিনোদ পান্ডে প্রতি মাসে ৪৫,০০০/- টাকা প্রদান করছেন। বীমা কোম্পানীও এ ধরনের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো প্রমাণ যোগ করেনি। মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (সুপ্রা), এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"এমনকি যদি একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে প্রমাণ করার প্রমাণ পাওয়া যায় যে পীড়িতের মৃত্যুর পরে দাবিদারদের কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি, মোটর দুর্ঘটনার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য যে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা থেকে কোনো কর্তন করার সুযোগ কমই আছে।"

১৪.১২) উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, বীমা কোম্পানীর পক্ষে যুক্তিটি অগ্রসর হয় যে যেহেতু দাবিকারীরা নিজের একই গাড়ি চালিয়ে নিপীড়িতদের উপার্জন পাচ্ছেন যেহেতু এতে কোন আর্থিক ক্ষতি বা নির্ভরশীলতার ক্ষতি নেই, তাই যুক্তি দাঁড়ায় না।

<u>ইস্যু নং ২: বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ভবিষ্যত সম্ভাবনা মঞ্জুর করতে ভুল করেছে কিনা।</u>

১৫) ভবিষ্যত সম্ভাবনার এনটাইটেলমেন্ট সম্পর্কিত উপরের দ্বিতীয় ইস্যুটির বিষয়ে, আপীলকারী-বীমা কোম্পানির পক্ষে এটি কঠোরভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক দাবিদারদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য অনুদান ভুল কারণ মৃত ব্যক্তির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে দাবিদারদের কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি। যেহেতু এটি ইতিমধ্যেই ধার্য করা হয়েছে যে ভুক্তভোগীর নিজের গাড়ি থেকে দাবিদারদের দ্বারা প্রাপ্ত পরিমাণের কোনও কর্তন করা যাবে না এবং এমনকি নির্ভরশীলতার কোনও ক্ষতিও নেই, দাবিকারীরা ক্ষতিপূরণের অধিকারী

এইভাবে তারা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অধিকারী নন এই যুক্তিতে যে তারা কোন আর্থিক ক্ষতির পীড়িত হননি তা যোগ্যতার ঘাটতি। তদনুসারে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার মঞ্জুরি বহাল রাখা হয়েছে।

ইস্যু নং ৩: দাবিদাররা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপর সুদের অধিকারী কিনা।

১৬) আপীলকারী- বীমা কোম্পানীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী রাজেশ সিং, আরডি হাত্তাঙ্গাদি (সুপ্রা) এবং চম্পাবতী রায় (সুপ্রা) এর উপর নির্ভর করে যুক্তি দেখিয়েছেন যে যেহেতু এই ধরনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত সম্ভাব্য আয়ের সাথে সম্পর্কিত, সুতরাং ভবিষ্যতে যে ক্ষতি হতে চলেছে তার জন্য ভবিষ্যতের সুদের মাধ্যমে দাবিদারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

১৬.১) একেবারে শুরুতে, আর.ডি. হাতঙ্গাদি (সুপ্রা) তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তটি একটি প্রস্তাব যে আদেশের তারিখে প্রদেয় পরিমাণের উপর সুদ পরিশোধ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে ব্যয় করা ব্যয়ের জন্য যা প্রদান করতে হবে তা নয়। এইভাবে, উল্লিখিত প্রতিবেদনটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনার উপর নয়, ভবিষ্যতের ব্যয়ের সুদের সাথে সম্পর্কিত এবং তাই, হাতে থাকা মামলা থেকে আলাদা করা যায়। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইস্যুটি মোকাবেলা করার সময়, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি এবং অন্যান্য[২০]-এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্তের ৫৫ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে:

"৫৫. আইনের ১৬৮ ধারা "ন্যায় ক্ষতিপূরণ" ধারণার সাথে সম্পর্কিত এবং এটি গ্রহণযোগ্য আইনি মানদণ্ডের উপর ন্যায্যতা, যুক্তিসঙ্গততা এবং ন্যায়সঙ্গততার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে কারণ এই ধরনের সংকল্প কখনই গাণিতিক নির্ভুলতায় হতে পারে না।

২০) (২০১৭) ১৬ এসসিসি ৬৮০

এটা কখনই নিখুঁত হতে পারে না। উদ্দেশ্য হল একটি পৃথক ক্ষেত্রে রেকর্ডে আনা সামগ্রীর ভিত্তিতে গাণিতিক নির্ভুলতার নৈকট্যের একটি গ্রহণযোগ্য ডিগ্রি অর্জন করা। "ন্যায় ক্ষতিপূরণ" ধারণাটিকে ন্যায্যতা, যুক্তিসঙ্গততা এবং ন্যায়পরায়ণতার নীতির লঙ্ঘনের প্রিজমের মাধ্যমে দেখতে হবে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে, দাবিদারদের আইনী উত্তরাধিকারীরা একটি অবাস্তব আশা করতে পারে না। একই সাথে, প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারে না। এটা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে না। যদিও ট্রাইব্যুনালে অর্পিত বিচক্ষণতা বেশ প্রশস্ত, তবুও ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে অভিব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ, "শুধু ক্ষতিপূরণ"। মৃত ব্যক্তির বয়স এবং আয়ের বিষয়ে রেকর্ডে আনা প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং তারপরে প্রযোজ্য গুণক প্রয়োগ করতে হবে। গুণক সম্পর্কিত সূত্রটি সরলা ভার্মা-তে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং রেশমা কুমারীতে এটি অনুমোদিত হয়েছে। বয়স এবং আয়, যেমনটি আগে বলা হয়েছে, প্রমাণ যোগ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ট্রাইব্যুনাল এবং আদালতকে মনে রাখতে হবে যে মূল নীতিটি বাস্তবিক গণনার মধ্যে রয়েছে যা বাস্তবতার কাছাকাছি। এটি একটি স্বীকৃত নিয়ম যে অর্থ হারানো জীবনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না তবে পদ্ধতির অভিন্নতা সহ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি প্রচেষ্টা করা উচিত। দুটি চরমের মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকতে হবে, তা হল, একটি “উইন্ডফল এবং পিট্যান্স”, একটি বোনানজা এবং মডিকাম। এই ধরনের বিচারে, ট্রাইব্যুনাল এবং আদালতের দায়িত্ব কঠিন এবং তাই, এই আদালতের দ্বারা সমানীকরণের জন্য একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে যার পরিধিতে বর্তমানে প্রমাণিত আয়ের উপর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যতদূর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উদ্বিগ্ন, নিশ্চিততা, স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতার নীতিকে সামনে রেখে প্রমিতকরণ করা হয়েছে।

আমরা "প্রমিতকরণ" নীতিটি অনুমোদন করি যাতে বয়সের ভিত্তিতে গুণক প্রয়োগের জন্য একটি নির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট গুণক নির্ধারণ করা হয়। "

১৬.২) মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট প্রমিতকরণের জন্য অনুমোদিত পদ্ধতির অভিন্নতা সহ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য যার পরিধিতে বর্তমান প্রমাণিত আয়ের উপর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তদনুসারে, ক্ষতিপূরণ গণনা করার সময় আয় নির্ধারণে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে পদ্ধতিটি আইনের ধারা ১৬৮ এর অধীনে অনুমান করা ঠিক ক্ষতিপূরণের পরিধির মধ্যে আসে। অতএব, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে সম্ভাব্য আয় হিসাবে রেকর্ড করা যাবে না যা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে। প্রণয় শেঠি (সুপ্রা) এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা হল ন্যায্যতা, যুক্তিসঙ্গততা এবং ন্যায়সঙ্গততার ভিত্তির উপর ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা। এটি লক্ষণীয় যে ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করার সময়, পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে সাংবিধানিক বেঞ্চ কখনই পর্যবেক্ষণ করেনি যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার এই ধরনের অতিরিক্ত পরিমাণের সম্ভাবনা সুদ বহন করবে না। চম্পাবতী রাই (সুপ্রা)-তে গৌহাটি হাইকোর্ট ভবিষ্যত স্বার্থকে অস্বীকার করেছে যেহেতু ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্ভাব্য আয়ের বিষয়ে যা ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হবে, তবে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, চম্পাবতী রাই (সুপ্রা)-তে গৌহাটি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ থেকে আমি বিনীতভাবে ভিন্ন। উপরোক্ত কারণে, আপীলকারী-বীমা কোম্পানির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সিং-এর পক্ষ থেকে দেওয়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইস্যু নং ৪: দাবিদাররা ৭০,০০০ টাকার সাধারণ ক্ষতির অধিকারী কিনা।

১৭) সাধারণ ক্ষতির এনটাইটেলমেন্ট সম্পর্কিত উপরোক্ত ইস্যুটির বিষয়ে, এটি পাওয়া যায় যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল প্রতিটি ১০,০০০/- টাকা মঞ্জুর করেছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয় এবং কনসোর্টিয়ামের ক্ষতির অধীনে। যাইহোক, প্রণয় শেঠি (সুপ্রা) এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া প্রস্তাবের কথা মাথায় রেখে, দাবীকারীরা যথাক্রমে ১৫,০০০/- টাকা, ৪০,০০০/- টাকা এবং ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত সম্পত্তির ক্ষতি, কনসোর্টিয়ামের ক্ষতি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয়ের প্রচলিত শিরোনামের সাধারণ ক্ষতির অধিকারী।

ইস্যু নং ৫: বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ১৭-এর পরিবর্তে গুণক ১৬ হওয়া উচিত কিনা।

১৮) গুণক সম্পর্কে, এটি পাওয়া যায় যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল ১৭ এর গুণক গ্রহণ করেছে। স্বীকার্য যে, দুর্ঘটনার সময়, পীড়িতের বয়স ছিল ৩৩ বছর, তাই সরলা ভার্মার (শ্রীমতী) এবং অন্যান্য বনাম দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এবং অন্য[২১]-তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করে, গুণক ১৭ এর পরিবর্তে ১৬ হওয়া উচিত বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত।

ইস্যু নং ৬: ক্ষতিপূরণের সুদ বার্ষিক ৭.৫% থেকে কমানো হবে কিনা।

১৯) ক্ষতিপূরণের পরিমাণের উপর সুদের মঞ্জুরি সংক্রান্ত শেষ ইস্যুতে আসা, আপীলকারী-বীমা কোম্পানির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল বার্ষিক ৭.৫% হারে সুদ মঞ্জুর করেছে যা অত্যধিক এবং প্রচলিত ব্যাঙ্কিং সুদের হারের কথা মাথায় রেখে কমিয়ে আনতে হবে। আমি এই বিষয়ে বীমা কোম্পানীর পক্ষ থেকে অগ্রিম দাখিলের মধ্যে সারবত্তা খুঁজে পাই। প্রচলিত ব্যাংকিং সুদের হারের কথা মাথায় রেখে, দাবির আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে আদায় না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রতি বছর @ ৬% সুদ বহন করতে হবে।

২১) (২০০৯) ৬ এসসিসি ১২১

২০) ক্ষতিপূরণের গণনা এখানে করা হয়েছে:

ক্ষতিপূরণের হিসাব

বার্ষিক আয়	৪,৯৯,০০০/- টাকা
যোগ করা: বার্ষিক আয়ের ৪০% @ ভবিষ্যত সম্ভাবনা	১৯৯,৬০০/- টাকা
	৬,৯৮,৬০০/- টাকা
কম: ব্যক্তিগত এবং জীবনযাত্রার খরচের জন্য ১/৪	১,৭৪,৬৫০/- টাকা
	৫,২৩,৯৫০/- টাকা
গুণক গ্রহণ ১৬ (টাকা ৫,২৩,৯৫০ / - x ১৬)	৮৩,৮৩,২০০/- টাকা
যোগ করাঃ চিকিৎসা খরচ হয়েছে	২,৪৫,০০০/- টাকা
যোগ করা: সাধারণ ক্ষতি সম্পত্তির ক্ষতিঃ ১৫,০০০/- টাকা কনসোর্টিয়ামের ক্ষতি: ৪০,০০০/- টাকা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয়ঃ ১৫,০০০/- টাকা	৭০,০০০/- টাকা
মোট ক্ষতি	৮৬,৯৮,২০০/- টাকা

২১) এইভাবে, দাবিদাররা ৮৬,২৮,২০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য একত্রে দাবির আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে পেমেন্ট পর্যন্ত বার্ষিক ৬% হারে সুদের সাথে।

২২) এটি পাওয়া গেছে যে বীমা কোম্পানি এই আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে ওডি চালান নম্বর ১০৯৯ এর মাধ্যমে ১,০৯,৬৫,৯৫১/- টাকা জমা করেছে এবং ২০১৮ এর ৮ মে তারিখে ওডি চালান নম্বর ২৬৮ এর মাধ্যমে ২৫,০০০/- টাকা জমা দিয়েছে।উপরোক্ত উভয় আমানত একত্রে অর্জিত সুদের সাথে সমগ্র ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং সুদের সাথে সমন্বয় করা হবে।

২৩) উত্তরদাতা - দাবিদাতাদের নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের উপর ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, যদি ইতিমধ্যে প্রদান করা না হয়, যা সমস্ত উত্তরদাতা - দাবিদারদের দ্বারা সমানভাবে বহন করা হবে।

২৪) বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতাকে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সুদের সাথে সমান অনুপাতে উত্তরদাতা-দাবীদের পক্ষে প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ৪০,০০০/- টাকা প্রদানের পরে উত্তরদাতা নম্বর ১-মৃতের বিধবা স্বামী-স্ত্রী কনসোর্টিয়ামের পক্ষে এবং ঘাটতি আদালতের ফি পরিশোধ করার পরে, যদি ইতিমধ্যে অর্থ প্রদান না করা হয়, এবং তাদের পরিচয়ের সন্তুষ্টি।

২৫) ২৭শে জুন, ২০১৯ এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখের এই আদালতের আদেশ দ্বারা উত্তরদাতা - দাবিদারদের প্রত্যেকে প্রতিটি ৮,০০,০০০/- টাকা পেয়েছেন যা উত্তরদাতা - দাবিদারদের ভাগ ছেড়ে দেওয়ার সময় বিবেচনায় নেওয়া হবে।

২৬) উত্তরদাতা নম্বর ১ অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতা নম্বর ৩ এবং ৪ এর মা এবং প্রাকৃতিক অভিভাবক হিসাবে তাদের পক্ষে উল্লিখিত নাবালকদের অংশ পাবেন এবং উল্লিখিত অপ্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের স্থায়ী আমানত প্রকল্পে নাবালকদের অংশ রাখতে হবে।

২৭) আদেশের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির পরে, যদি কোন পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা বীমা কোম্পানিকে ফেরত দেওয়া হবে।

২৮) উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সাথে, আপিল এবং বিরোধ আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের অসম্মানিত রায় এবং আদেশ উপরোক্ত পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে। খরচ হিসাবে কোন আদেশ নেই।

২৯) সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

৩০) অন্তর্বর্তী আদেশ, যদি থাকে, অকার্যকর হয়ে যায়।

৩১) এই রায়ের একটি অনুলিপি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হোক নিয়ম অনুযায়ী তথ্যের জন্য নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ।

৩২) এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্মতির পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, বিভাস পট্টনায়ক)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।